অনলাইনে ভর্তির আবেদন

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচ ও সময় কমছে

পার্থ শঙ্কর সাহা ●

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুরের কৃষক পরিবারের সন্তান জিহানউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগে প্রথম বর্ষে পড়ছেন। উপজেলা সদর থেকে চার কিলোমিটার দূরের মোকামিয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। তিনি এই গ্রামের প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। এ জায়গায় আসতে তাঁকে কম কষ্ট করতে হয়নি। একটি বেসরকারি ব্যাংকের সহায়তায় উচ্চমাধ্যমিকে পড়েছেন। উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। সংশয়ের মধ্যেই ফুলপুর উপজেলা শহরের একটি দোকান থেকে অনলাইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। এ বাবদ খরচ ৪০ টাকার বেশি হয়নি। জিহান বলছিলেন, 'আমার যা আর্থিক অবস্থা, এ সুযোগটা না থাকলে ভর্তি হওয়াটাই কঠিন হয়ে যেত।'

আবেদনের পর পরীক্ষা দিতে জিহানকে একবার আসতে হয়েছে ঢাকায়। অনলাইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন, বিষয় পছন্দ করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁর সময়, অর্থ উভয়ই কম লেগেছে।

জিহানের মতো তরুণ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করছে অনলাইনে ভর্তি আবেদনের এ সুযোগ। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা অনলাইনে ভর্তির আবেদন করেন তাঁদের খরচ ৭৫ ভাগ কম হয়। সাধারণ প্রক্রিয়ার চেয়ে অনলাইনে সময়ও কম লাগে ৮০ ভাগ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সহযোগিতায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে এ জরিপ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন বা এটুআই। এটুআইয়ের হেড অব রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট মো. রমিজ উদ্দিন বলেন, মোট ২৫০ জন শিক্ষার্থীর ওপর এ জরিপ পরিচালিত হয়। তাঁদের মধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেটের শাহজালাল, ময়মনসিংহের কৃষি, রংপুরের রোকেয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা রয়েছেন। জরিপে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪২ ভাগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

> দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা অনলাইনে ভর্তির আবেদন করেন, তাঁদের খরচ ৭৫ ভাগ কম হয়। সাধারণ প্রক্রিয়ার চেয়ে অনলাইনে সময়ও কম লাগে ৮০ ভাগ
> —এটুআইয়ের জরিপ

জরিপে দেখা যায়, যাঁরা অনলাইনে আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৩১ ভাগই বাড়ির কাছের কোনো দোকানে গিয়ে আবেদন করেছেন। ব্যক্তিগত ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকেও আবেদন করেছেন ২৮ ভাগ। সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা ১৬ শতাংশ। বাকিরা বন্ধুবান্ধব, কোচিং সেন্টার বা অন্যভাবে আবেদন করেছেন।

বাংলাদেশে অনলাইনে ভর্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৯ সালে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজেও এ প্রক্রিয়ায় ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। এখন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কাজও হয় অনলাইনে।

অনলাইনে যাঁরা ভর্তি আবেদন করেছেন এবং প্রথাগত পদ্ধতিতে আবেদন করেছেন—এই দুই ধরনের শিক্ষার্থীই জরিপে অংশ নিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের ৫৩ শতাংশ অনলাইনে আবেদন করেছেন, অন্যরা প্রথাগত পদ্ধতিতে অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে আবেদন করেছেন।

জরিপে দেখা গেছে, প্রথাগত পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন করতে ২৪৯ মিনিট সময় লাগে। সেখানে অনলাইনে ভর্তির আবেদনে সময় লাগে মাত্র ৪৯ মিনিট। আবার প্রথাগত পদ্ধতিতে আবেদন করার কাজে ২১৬ টাকা ব্যয় হয়। সে ক্ষেত্রে অনলাইনে ব্যয় ৫৫ টাকা।

জরিপে বলা হয়, প্রথাগত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের গড়ে দুবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। আর অনলাইনে এ হার ১ দশমিক ৪ বার। অনলাইনে আবেদন করার ফলে আসা-যাওয়াও কমে যায় ৩১ শতাংশ।

অর্থ, সময় এবং আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে এসব সুবিধার পাশাপাশি নানা ভোগান্তি থেকেও রক্ষা পান শিক্ষার্থীরা। গত বছরের ৯ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসেছিলেন খুলনার ডুমুরিয়ার মহিদুল ইসলাম। ১০ ও ১১ ডিসেম্বর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভর্তি পরীক্ষা ছিল। তবে পরীক্ষা দিতে এসে তিনি দেখেন, প্রবেশপত্র বাড়িতে ফেলে এসেছেন। মহিদুল এতে অবশ্য চিন্তিত হননি। শহরের একটি সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে তিনি আবার তাঁর প্রবেশপত্রটি অনলাইন থেকে ডাউনলোড করেন। যদি অনলাইনে আবেদন করার এ ব্যবস্থা না থাকত, তবে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগই হয়তো পেতেন না।

অনলাইনে ভর্তিতে সময় ও অর্থের সাশ্রয়ের এই চিত্রকে 'তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের চমৎকার নিদর্শন' বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষাকে সহজ করছে। ফলে মানুষের পরিশ্রম অনেক লাঘব হয়েছে। তবে এই প্রযুক্তিবিদ বলেন, যদি তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে উচ্চশিক্ষায় একটি সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা যায়, তবে মানুষের ভোগান্তি আরও কমে যাবে।